কলকাতা উচ্চ আদালত
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩ সালের সি. আর. আর. ২১৯৩
মনিরুল হক @এস. কে. মান্টু
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী তাপস ঘোষ
	শ্রী তন্ময় চৌধুরী
রাজ্যের পক্ষে -	শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল
	শ্রী প্রতীক বোস
শুনানি -	১১.০৪.২০২৩, ১৫.০৬.২০২৩।
রায় প্রদান -	**২৮.১১.২০২৩**

বিচারপতি , অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১. আবেদনকারী কর্তৃক তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে, যা ২০০৮ সালের ১ নম্বর ফৌজদারি আপিল মামলায় বীরভূমের সিউড়ির বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ২০ মে, ২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশের সাথে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট। রায়ে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালের ১৯০ নম্বর দায়রা মামলায় বোলপুর, বীরভূমের বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ২৯ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখের রায় এবং আদেশটি বহাল রাখা হয়েছে। মামলাটি ২৩ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের সেশন ট্রায়াল ৬ তারিখের সাথে সম্পর্কিত। আবেদনকারীকে ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

২. প্রসিকিউশন মামলাটি সঠিকভাবে বলেছে যে ২০০৫ সালের ৩রা জুন রাত ৮টার দিকে ভুক্তভোগী মহিলা উন্নতি দাস নামে এক গৃহবধূ গ্রামের রাস্তার দিকে তার বড় শ্যালকের বাড়ি সুকুমার দাসের দিকে এগিয়ে যায়। আবেদনকারীর মুদি দোকান উক্ত সুকুমার দাসের বাড়ির পূর্ব দিকে অবস্থিত। আবেদনকারী তার উক্ত দোকানের সামনে বসে ভুক্তভোগী মহিলাকে দেখেছিলেন এবং উক্ত ভুক্তভোগী মহিলার কাছ থেকে টর্চের আলো নেওয়ার অজুহাতে তিনি তার কাছে এসে জোর করে ধর্ষণ করার অভিপ্রায় নিয়ে তার উক্ত মুদি দোকানে নিয়ে যান। উক্ত ভুক্তভোগী মহিলা নিজেকে প্রতিহত করেন এবং চিৎকার করেন এবং একই কথা শুনে উক্ত সুকুমার দাস তাঁর স্ত্রী সুলেখা দাসের সাথে ঘটনাস্থলে আসেন এবং সহ-গ্রামবাসী উদয় বর্মণ, মো. সুদিন, নরেশ মুদি এবং অন্যান্যরা উক্ত স্থানে আসেন এবং ভুক্তভোগী মহিলা তাদের সবাইকে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন, যারা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

৩. এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার অধীনে ২০০৫ সালের ৩ জুন, ২০০৫ তারিখের বোলপুর থানা মামলা নং ৮০ তদন্তের জন্য শুরু করা হয়েছিল। তদন্তটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার অধীনে চার্জশিট জমা দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

৪. পরবর্তীকালে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের ২৩শে নভেম্বর দুটি পৃথক ভিত্তিতে অভিযোগ গঠন করা হয়, প্রথমত, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩৭৬ এবং দ্বিতীয়ত, ধারা ৫১১-এর অধীনে, যার জন্য আবেদনকারী দোষী না হওয়ার আবেদন করেছিলেন এবং বিচারের দাবি করেছিলেন।

৫. তার মামলা প্রমাণ করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ পাঁচ জন সাক্ষী পেশ করে এবং কিছু নথি প্রদর্শন করা হয়, যা এক্সটেনশন নং ১ থেকে এক্সটেনশন নং ৩ পর্যন্ত ছিল, কিন্তু প্রতিরক্ষার পক্ষ থেকে কোনওটিই পরীক্ষা করা হয়নি।

৬. ভুক্তভোগী মহিলা, অর্থাৎ উন্নতি দাস, পিডব্লিউ-১ হিসাবে তার প্রমাণ পেশ করেন। তার স্বামী, অর্থাৎ হরিসাধন দাস, পিডব্লিউ-২ হিসাবে তার প্রমাণ পেশ করেন, যিনি একজন ঘটনা-পরবর্তী সাক্ষী ছিলেন এবং পিডব্লিউ-১ থেকে পুরো ঘটনাটি শুনেছিলেন, যিনি ভুক্তভোগী মহিলা ছিলেন। পিডব্লিউ-৩ এবং পিডব্লিউ-৪ হলেন উদয় বর্মণ এবং নরেশ মুদি, স্থানীয় বাসিন্দা, যারা অভিযোগ করে যে হৈচৈ শোনার পরে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন এবং তারা দুজনেই পিডব্লিউ-১ হয়ে উক্ত ভুক্তভোগী মহিলার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটি শুনেছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা, মো. খায়রুল আলম প্রসিকিউটরের পক্ষে পিডব্লিউ-৫ হিসাবে তার প্রমাণ পেশ করেছিলেন।

৭. রেকর্ডের প্রমাণ বিবেচনা করে এবং বিজ্ঞ কোর্টে পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তিগুলির পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণগুলি শোনার পরে, ২৯শে নভেম্বর, ২০০৭-এ বীরভূম জেলার বোলপুরের বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ আদালত আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৭৬/৫১১ ধারার অধীনে নয়, যার ফলে তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

৮. একই দিনে, অর্থাৎ ২৯৮ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৮৯ (৩) ধারার অধীনে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন, ১৯৭৩ বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের জজের সামনে, যখন বিজ্ঞ কোর্ট

একজন বিচারিক বিচারকের জন্য আবেদনকারীকে ২০০৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত জামিনে মুক্তি দেন।

৯. ২৯শে নভেম্বর, ২০০৭ তারিখের উপরোক্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ (৩)(ক) এর অধীনে সিউড়ির বীরভূমের বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে আপিল করেন, যা ২০০৮ সালের ১ নং ফৌজদারি আপিল নং ছিল, যা পরবর্তীতে সিউড়ির বীরভূমের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত হয়।

১০. বীরভূম জেলার সিউড়ির তৃতীয় আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত, পক্ষগুলির দাখিলকৃত দায়িত্ব বিবেচনা করে এবং আপিলকৃত রায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণ পর্যালোচনা করে, ২০শে মে, ২০১৩ তারিখের রায় ও আদেশ প্রদান করে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রেখে উক্ত আপিল খারিজ করে দেন। উক্ত রায়ের মাধ্যমে, বিজ্ঞ আপিল আদালত আবেদনকারীকে আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে বোলপুর, জেলা-বীরভূমের বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজের আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

১১. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি বলেন যেঃ-

i. নীচের উভয় বিজ্ঞ কোর্ট দ্বারা গৃহীত রায় এবং আদেশ আইন ও বাস্তবে খারাপ।

ii.

iii. ঠিক শুরু থেকেই, ত্রুটি এবং অবৈধতা রয়েছে কারণ নীচের উভয় বিজ্ঞ কোর্ট দ্বারা প্রদত্ত রায় এবং আদেশগুলি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যথাযথ যুক্তি এবং ফলাফল ছাড়াই এবং

নথিতে থাকা সামগ্রী এবং অনিয়মে পূর্ণ এবং এইভাবে, এটি একপাশে সরিয়ে রাখা উপযুক্ত।

iii) এটি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যে ভুক্তভোগী মহিলা যখন তার বড় ভাইয়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আবেদনকারী তার কথিত যৌন দোকানের সামনের রাস্তার ডান দিকের বেঞ্চে বসেছিলেন এবং আবেদনকারী তাকে টর্চ লাইট দিতে বলেছিলেন, যা ভুক্তভোগী মহিলার হাতে ছিল এবং তারপরে, তিনি উক্ত ভুক্তভোগী মহিলার কাছ থেকে টর্চ লাইটটি নিয়েছিলেন এবং একটি অপরাধ করেছিলেন। তবে, মজার বিষয় হল, এই মামলার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত টর্চ লাইটটি বাজেয়াপ্ত করেননি।

iv) অতএব, পুরো প্রসিকিউটর গল্পটি সন্দেহে পূর্ণ কারণ তিনি কোনওভাবেই অভিযুক্ত অপরাধে আবেদনকারীকে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ ট্রায়াল জজ দ্বারা অভিযোগ গঠনের বিষয়টি অস্পষ্টতা এবং অবৈধতায় পূর্ণ, যতটা ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩৭৬ এবং ৫১১-এর অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দুটি পৃথক অভিযোগ তৈরি করা হয়েছিল যা বিচার বিভাগীয় মনের সম্পূর্ণ প্রয়োগ না করার বিষয়টি দেখায় যা এই মামলায় ন্যায়বিচারের গুরুতর গর্ভপাত ঘটায়।

v) নীচের উভয় শিক্ষানবিশ আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ছায়ায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে খালাসের আদেশ পাস না করে, দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং সাজাআবেদনকারীর বিরুদ্ধে পাস করা হয়েছে।

Vi) এটা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যে ঘটনার পরপরই পিডব্লিউ-১, ভুক্তভোগী মহিলা হওয়ায় কাঁদতে শুরু করে এবং তার শ্যালক সুকুমার দাস, যিনি বিচারের সময় মারা যান, এবং তার শ্যালকের স্ত্রী সুলেখা দাস, বাইরে এসে আবেদনকারীকে পালিয়ে যেতে দেখেন, কিন্তু মজার বিষয় হল, সুলেখা দাস, যিনি বর্তমান মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হওয়া উচিত ছিল, তাকে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি।

vii) পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৪ কোনওভাবেই পিডব্লিউ-১-এর প্রমাণকে সমর্থন করেনি, কারণ তারা সকলেই ঘটনার পরবর্তী সাক্ষী ছিল এবং তারা পিডব্লিউ-১-এর কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছিল, যিনি ভুক্তভোগী মহিলা ছিলেন।

viii) পিডব্লিউ-৫ দ্বারা পরিচালিত তদন্তে অনেক ত্রুটি রয়েছে, যেমন ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ বা ১৬৪ ধারার অধীনে ভুক্তভোগী মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা, টর্চের আলো বাজেয়াপ্ত না করা, পরিহিত পোশাক বাজেয়াপ্ত না করা ইত্যাদি এবং ভুক্তভোগী মহিলাকে চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা না করা, যার অভাবে আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

ix) এটি রাষ্ট্রপক্ষের আরও একটি মামলা যে ঘটনার পরপরই, পিডব্লিউ-১-এর চিৎকার শুনে, অনেক স্থানীয় লোক সেখানে এসেছিল কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করার জন্য কেউ আদালতে প্রমাণ পেশ করতে আসেনি, যেমন, দোষী সাব্যস্ত করার এবং শাস্তির আদেশ।বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনত অযৌক্তিকভাবে পাস করা হয়েছে।

X) প্রসিকিউটর আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। অতএব, কোনও পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে রেকর্ড করা প্রমাণ সহ একই এবং অভিন্ন উপকরণের ভিত্তিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ পাস করা যায় না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ ধারার ৩৫৪ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার সময়, নীচের উভয় বিজ্ঞ কোর্ট কোনও আইনি যুক্তি দেয়নি এবং কেবল তাদের মতামত রেকর্ড করা হয়েছে, যা বিকৃতির উপর ভিত্তি করে, নির্বিচারে এবং আইন তা করার অনুমতি দেয় না।

xi) ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৫৪ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বর্তমান মামলায় উপাদানগুলি মোটেও উপলব্ধ নয় এবং শাস্তির স্বার্থে লার্নড বিচারিক আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ পাস করেছে, যা লার্নড আপিল কোর্ট দ্বারা খুব নৈমিত্তিক এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়েছে।

xii) ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এর ধারা 354 এর অধীনে পিটিশনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বর্তমান ক্ষেত্রে উপাদানগুলি মোটেই উপলব্ধ নয় এবং শাস্তির স্বার্থে, শিক্ষিত বিচারিক আদালত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ দিয়েছিল, যা শেখা আপিল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। খুব নৈমিত্তিক এবং কাট-সর্ট পদ্ধতিতে আদালত দ্বারা অনুমদিত হয়েছে।

xiii) কেবলমাত্র, পিডব্লিউ-১ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যখন বিজ্ঞ ট্রায়াল জজ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৭৬/৫১১ ধারার অধীনে বর্তমান আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হন, তাই অন্য কোনও সাক্ষী দ্বারা পিডব্লিউ-১-এর প্রমাণের কোনও সংশ্লেষের অভাবে, বর্তমান আবেদনকারীকে ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

xiv) বিজ্ঞ ট্রায়াল জজ বর্তমান আবেদনকারী এবং প্রসিকিউটরের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

xv) নীচের উভয় আদালতই বিচার পরিচালনার মৌলিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে যদি কোনও সন্দেহের ছায়া থাকে তবে তাকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া উচিত এবং আদালত তাই কেবল দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ দিতে বা কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয় যখন প্রসিকিউটর যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করতে পারেনি।

xvi) নীচের উভয় শিক্ষিত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশ উভয়ই অবৈধ এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বাতিল করা যেতে পারে।

১২. রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভুক্তভোগী অর্থাৎ পিডব্লিউ-১, আপিলকারীর মুদি দোকানে ঢুকতে বাধ্য হন এবং তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন। পিডব্লিউ-১ সাহায্যের জন্য জোরে চিৎকার করেন। ফলস্বরূপ, সুকুমার দাস এবং সুলেখা দাস নামে একজন ঘটনাস্থলে আসেন যার ফলে আপিলকারী পালিয়ে যান। পিডব্লিউ-১-এর শ্যালিকা সুলেখা দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। ভুক্তভোগীর বড় শ্যালক সুকুমার দাসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। ভুক্তভোগীর স্বামী পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য শোনার উপর ভিত্তি করে তৈরি। পিডব্লিউ-২ তার স্ত্রীর চিৎকারে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন বলে জবানবন্দি দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি তার বড় ভাই এবং শ্যালিকাকে উপস্থিত দেখতে পান, তবে তিনি ঘটনাস্থলে অভিযুক্তদের খুঁজে পাননি।

১৩. ভুক্তভোগীর সহ-গ্রামবাসী উদয় বর্মণ, PW-3, ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, তবে, PW-4 ঘটনাস্থলে আপিলকারীর উপস্থিতি খুঁজে পাননি। PW-4 ঘটনাস্থলে PW-2 অর্থাৎ ভুক্তভোগীর স্বামীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেনি। PW-4 ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ঘটনার ঘটনা জানতে পেরেছিল।

১৪. তদন্তকারী কর্মকর্তা তার জেরায় সুকুমার দাসের জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন বলে জানিয়েছেন, যাকে আদালতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। তিনি ঘটনাস্থলে উদয় বর্মণের জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন বলে দাবি করেছেন, যা কেস ডায়েরিতে প্রতিফলিত হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা পিডব্লিউ-৫ বলেছেন যে তিনি ঘটনাস্থল থেকে কোনও মশাল জব্দ করেননি এবং তিনি ট্রায়াল কোর্ট থেকে ভুক্তভোগী মহিলার মেডিকেল পরীক্ষার আদেশও চাননি। তিনি আরও বলেন, "তদন্তের উদ্দেশ্যে এটি প্রয়োজনীয় নয়, তাই কোনও মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়নি। আমি পোশাক বা অন্য কিছু জব্দ করিনি এবং তাই তদন্তের সময় আমি জব্দ তালিকা তৈরি করিনি। রুক্ষ স্কেচ ম্যাপ তৈরির সময় আমি কোনও স্থায়ী জমির চিহ্ন গ্রহণ করিনি।"

আমি সুলেখা দাসের ১৬১ ধারার সিআরপিসির অধীনে জবানবন্দি রেকর্ড করিনি। ১৬১ ধারার সিআরপিসির অধীনে ভুক্তভোগী মেয়েটির জবানবন্দি রেকর্ড করিনি। ১৬৪ ধারার সিআরপিসির অধীনে ভুক্তভোগী মেয়েটির জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আমি বিজ্ঞ এ.সি.জে.এম.-এর কাছে প্রার্থনা করিনি।

১৬১ ধারার সিআরপিসির অধীনে যাদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে, তারা সকলেই ঘটনার তারিখ এবং বছর ইংরেজিতে উল্লেখ করেছেন। ১৬১ ধারার সিআরপিসির অধীনে তাদের জবানবন্দিতে কোনও সাক্ষী বলেননি যে

মনিরুল শেখ তার মুদি দোকানের সামনে একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন। লিখিত অভিযোগে লেখা নেই যে ঘটনাটি কখন ঘটেছিল তা রাত হোক বা দিন। হারিসধন দাস এবং উদয় বর্মণ ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করেননি যে তিনি সুকুমার দাসের বাড়িতে থাকাকালীন উন্নতি দাস কাঁপছিলেন। আমি যখন পি. ও-তে গিয়েছিলাম তখন পি. ও-কে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি।

১৫. আবেদনকারীর পক্ষে অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত দ্বারা সংঘটিত ত্রুটি জমা দিয়েছেন কারণ প্রসিকিউশন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬/৫১১ ধারার অধীনে প্রণীত অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬. তারকেশ্বর সাহু বনাম বিহার রাজ্য (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড), সুপ্রিম কোর্টের অভিমত হল যেঃ

''৩৬. মামলার পূর্ববর্তী তথ্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। সংঘটিত অপরাধটি ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৩৭৬/৫১১ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আসে না। সংঘটিত অপরাধটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৬৬ এবং ৩৫৪ এর উপাদানগুলিকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করে। আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩৭৬/৫১১ এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২২ এর বিধানগুলি প্রয়োগ করার পরে, বড় অপরাধে অভিযুক্ত অভিযুক্তকে সর্বদা ছোটখাটো অপরাধের উপাদান রয়েছে যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যদি প্রয়োজন হয় ।''

১৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৫১১ ধারার প্রধান অপরাধের জন্য অভিযুক্ত আবেদনকারীকে এর তুলনামূলকভাবে ছোট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে কিনা তা মূল্যায়ন করা মামলার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক

---

১ (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৫৬০

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা এই ধরনের ছোটখাটো অপরাধের উপাদানগুলি বর্তমানে একেবারেই বিবেচনা করে।

১৮. তারকেশ্বর সাহু (উপরে) মামলার শীর্ষ নিম্নরুপে আদালত আরও বলেছে যে নিম্নরূপঃ

"৩৮. আই. পি. সি-র ৩৫৪ ধারার অধীনে বলা হয়েছেঃ"

"৩৫৪. মহিলার শ্লীলতাহানি বা ফৌজদারি বলপ্রয়োগ। যে কোনও মহিলাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা ফৌজদারি বলপ্রয়োগ করে বা জানে যে তার দ্বারা তার শ্লীলতাহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে উভয় বর্ণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা, বা উভয়ই।"

"৩৯. যতদূর আই. পি. সি-র ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধের কথা বলা যায়, মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিপ্রায় বা এই জ্ঞান যে অভিযুক্তের কাজের ফলে তার শ্লীলতাহানি হবে তা অপরাধের গুরুতর বিষয়।

৪০. একজন মহিলার শ্লীলতাহানির সারমর্ম হল তার লিঙ্গ '' অভিযুক্তের অপরাধমূলক অভিপ্রায় হল বিষয়টির মূল বিষয়। মহিলার প্রতিক্রিয়া খুব প্রাসঙ্গিক, তবে এর অনুপস্থিতি সর্বদা নির্ণায়ক নয়। শালীনতা একটি শ্রেণি হিসাবে মহিলা মানুষের সাথে যুক্ত একটি বৈশিষ্ট্য। এটি একটি গুণ যা একজন মহিলার সাথে তার লিঙ্গের কারণে সংযুক্ত থাকে।

৪১. "শালীনতা" দেওয়া হয়, "আচরণের নারীসুলভ যথার্থতা, চিন্তাভাবনা, বক্তৃতা এবং আচরণের সততা" (পুরুষ বা মহিলার মধ্যে); সহজাত ঘৃণা থেকে অশুচি বা মোটা পরামর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া সংরক্ষণ বা লজ্জার অনুভূতি।

৪২. কোনও মহিলার শালীনতা বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত বা অপমানিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষাটি হ'ল অপরাধীর কাজটি এমন হওয়া উচিত যাতে এটি এমন একটি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে জনসম্মুখে একজন মহিলার পিছনের অংশে চড় মারলে যা কোনও মহিলার শালীনতার বোধকে হতবাক করতে সক্ষম

তার বিনয়কে আঘাত করার সমান, কারণ এটি কেবল নারীর স্বাভাবিক শালীনতার প্রতি অবমাননাই ছিল না, বরং নারীর মর্যাদার প্রতিও অবমাননা ছিল।

৪৩. "শালীনতা" শব্দটি ক্রিয়াকলাপের বিশেষ শিকারের রেফারেন্সে ব্যাখ্যা করা হয় না, তবে একটি শ্রেণী হিসাবে মহিলা মানুষের সাথে যুক্ত একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে। এটি এমন একটি গুণ যা একজন মহিলাকে তার লিঙ্গের কারণে সংযুক্ত করে।

৪৪. আমরা মনে করি বিভিন্ন আদালতের মামলাগুলি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত, যেখানে আদালত ৩৫৪ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এমন পরিস্থিতি নির্দেশ করে।

৪৫. কেরালা রাজ্য বনাম হামসা ২ মামলায় বলা হয়েছেঃ

"ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারায় 'শালীনতা' শব্দটি ব্যবহার করার সময় আইনসভার মনে যা ছিল তা হলো নারীর জন্য বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের সুরক্ষা, যা একজন নারীর লিঙ্গের কারণে তার সাথে যুক্ত। শালীনতা নারী লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং তার বয়স নির্বিশেষে সে তা ধারণ করে। দুটি অপরাধ কেবল সংশ্লিষ্ট নারীর স্বার্থেই নয়, বরং জনসাধারণের নৈতিকতার স্বার্থেও তৈরি করা হয়েছে। একজন নারীর শালীনতা লঙ্ঘনের প্রশ্নটি অবশ্যই জনগণের রীতিনীতি এবং অভ্যাসের উপর নির্ভর করবে। নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর কাজ নারীর শালীনতার জন্য ক্ষতিকর হবে। নারীর শালীনতার প্রশস্ততা পরিমাপের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সার্বজনীন প্রয়োগের মানদণ্ড তৈরি করা যায় না, কারণ এটি দেশ থেকে দেশ বা সমাজ থেকে সমাজে পরিবর্তিত হতে পারে।"

৪৬. একজন সুপরিচিত লেখক কেনি তার "আউটলাইনস অফ ক্রিমিনাল ল" ৩ বইতে একজন মহিলার উপর অশ্লীল আক্রমণের দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

---

২ (১৯৮৮) ৩টি অপরাধ ১৬১ (কের)

৩ ১৯তম সংস্করণ, অনুচ্ছেদ ১৪৬, পৃ. ২০৩

"ইংল্যান্ডে যৌন অপরাধ আইন, ১৯৫৬ দ্বারা, কোনও মহিলার (যে কোনও বয়সের) উপর অশালীন আক্রমণকে একটি অসদাচরণ করা হয় এবং ষোল বছরের কম বয়সী কোনও শিশু বা যুবকের উপর অশালীন হামলার অভিযোগে এটি কোনও প্রতিরক্ষা নয় যে সে (বা তিনি) অশালীন আচরণে সম্মতি দিয়েছেন।"

১৯. এস. পি. এস. রাঠোর বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকজন ? সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

৪২. ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধ গঠন করার জন্য, কোনও মহিলার শালীনতা সম্ভবত ক্ষুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা কেবলমাত্র তার উদ্দেশ্যের জন্য এই জাতীয় ক্ষোভের ইচ্ছাকৃত অভিপ্রায় ছাড়াই যথেষ্ট। শালীনতার কোনও বিমূর্ত ধারণা নেই যা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। শালীনতার অপমানের অভিযোগ এনে মামলা পরিচালনা করার সময় আদালতকে একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ

(i) যে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে তাকে অবশ্যই একজন মহিলা হতে হবে;

(ii) যে অভিযুক্ত অবশ্যই তার উপর ফৌজদারি বল প্রয়োগ করেছে; এবং যে অপরাধমূলক শক্তি অবশ্যই মহিলার উপর ব্যবহার করা হয়েছে

৪৩. বিদ্যাধরন বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১০. ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ৩৫৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের একমাত্র মাপকাঠি উদ্দেশ্য নয় এবং কোনও ব্যক্তি কোনও মহিলাকে লাঞ্ছিত বা অপরাধমূলক শক্তি ব্যবহার করে এটি করতে পারে, যদি সে জানে যে এই ধরনের কাজের দ্বারা মহিলার শালীনতা প্রভাবিত হতে পারে। জ্ঞান এবং অভিপ্রায় মূলত মনের জিনিস এবং শারীরিক বস্তুর মতো প্রদর্শিত হতে পারে না যা উদ্দেশ্য বা জ্ঞানের অস্তিত্বকে থেকে বের করে আনতে হবে

---

৪ (২০১৭) ৫ এস. সি. সি ৮১৭

৫ (২০০৪) ১ এস. সি. সি ২১৫

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেখানে এবং কার উপর অভিযুক্ত অপরাধটি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শ্লীলতাহানি ও ক্রোধের শিকার একজন ভুক্তভোগী একজন আহত সাক্ষীর মতো একই অবস্থানে থাকে এবং তার সাক্ষ্য একই গ্রহণ করা উচিত। "

২০. গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী, সুকুমার দাস, সুলেখা দাস এবং অন্যান্য স্বাধীন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। প্রসিকিউশন ঘটনাস্থলে আপিলকারীর উপস্থিতি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা PW-5 বলেছেন যে PW-1 ছাড়া অন্য কোনও সাক্ষী তার সামনে বলেননি যে তারা আপিলকারীকে তার মুদি দোকানের সামনে একটি বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছেন। PW-2, PW-3 আপিলকারীকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে দেখেননি। ঘটনার পরে সুকুমার দাস মারা যান। PW-3 এবং PW-4 বলেছেন যে হট্টগোল শোনার দেড় মিনিট পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। স্পষ্টতই, ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা এবং আপিলকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন। আপিলকারী ভুক্তভোগীর শ্যালকের মুদি দোকানের সাথে প্রতিযোগিতায় তার মুদি দোকানে লাভজনকভাবে নিযুক্ত থাকায়, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা প্রশমিত করতে বা তুচ্ছ করার জন্য আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপিলকারীকে ঘটনাস্থলে PW-1 ছাড়া অন্য কোনও প্রসিকিউশন সাক্ষীর দ্বারা দেখা যায়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুক্তভোগী মহিলার মেডিকেল পরীক্ষার প্রক্রিয়া এড়িয়ে গেছেন কারণ তিনি তদন্তের উদ্দেশ্যে এটির প্রয়োজন ছিল না এবং এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠতা অগ্রহণযোগ্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 376 এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 511 এর অধীনে অপরাধ গঠনের উপাদানগুলি অনুপস্থিত।

২১. প্রসিকিউশন ভুক্তভোগীর বিনয়ের অপমান করার উদ্দেশ্যে ফৌজদারি বল প্রয়োগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনাস্থলে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতি ছাড়া রাস্তায় মুদি দোকানটি জনসাধারণের নজরে না আসার সম্ভাবনা কম। তাত্ক্ষণিক মামলায় ভুক্তভোগীর প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায়নি কারণ আবেদনকারীকে মিথ্যা অভিযোগ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যা সম্ভবত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা এবং পিডব্লিউ-৩ এবং ৪-এর প্রমাণ থেকে বেরিয়ে আসা বহিরাগতদের হস্তক্ষেপের কৌশল ছিল।

২২. পাণ্ডুরং সীতারাম ভাগবত বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ®, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"১৬. বিজ্ঞ বিচারিক বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গি যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে সাধারণত কোনও মহিলা" তার চরিত্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না "তা ভুল নাও হতে পারে তবে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রতিটি মামলা তার প্রকৃত ম্যাট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। আইনি প্রতিবেদনগুলি এমন সিদ্ধান্তে পূর্ণ যেখানে ধারা ৩৭৬ এর অধীনে অভিযোগ আনা হয় এবং ৩৫৪ আই. পি. সি-কে মিথ্যাভাবে উন্নত করা হয়েছে বলে পাওয়া গেছে।

২৩. আপিলকারী/আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছাড়াই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাবে বিজ্ঞ বিচারিক কোর্টগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অধীনে আপিলকারী/আবেদনকারীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা উচিত ছিল না। তদনুসারে, ২০১৩ সালের সি. আর. আর. ২১৯৩ হিসাবে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

২৪. ২০শে মে, ২০১৩ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ, ২০০৮ সালের ১ নং ফৌজদারি আপিলে সুরির ৩ নং অতিরিক্ত দায়রা জজ, বীরভূমের আদালত কর্তৃক গৃহীত ২৯শে নভেম্বর, 2007 তারিখের রায় এবং আদেশকে নিশ্চিত করে

---

৬ (২০০৫) ৯ এস সি সি ৪৪

২০০৬ সালের সেশন মামলা নং ১৯০-এ বীরভূমের বোলপুরের বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, যা ২৩শে নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের সেশন ট্রায়াল নং ৬-এর সাথে সম্পর্কিত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৫৪-এর অধীনে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে বাতিল করা হল।

২৫. তদনুসারে, সি.আর. আর. ২০১৩ -এর ২১৯৩ টি নিষ্পত্তি হয়েছে৷

26. খরচ হিসাবে কোনও আদেশ নেই।

২৭. প্রয়োজনীয় তথ্য ও সম্মতির জন্য এই রায়ের অনুলিপি শিক্ষিত বিচারিক আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

2৮. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal